আবারও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, এক নেতাকে কুপিয়ে জখম

চট্টগ্রাম অফিস

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষে আবারও সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে সিক্সটি নাইনের অনুসারী শাখা ছাত্রলীগের উপকর্মসূচি ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক মাশরুর অনিককে কুপিয়ে জখম করেন সিএফসির কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ঝুপড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এটি জানাজানি হওয়ার পর সিক্সটি নাইনের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিএফসির কর্মীরা শাহ আমানত হলের সামনে আর সিক্সটি নাইনের কর্মীরা শাহজালাল হলের সামনে অবস্থান নেন। এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে এতে কারো আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। পরে মধ্যরাত পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল।

এ দুটি পক্ষের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুই দফা সংঘর্ষ হয়। এতে তিন পুলিশ সদস্যসহ উভয় পক্ষের অন্তত ২৯ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এর আগে গত বুধবার রাতে ও বৃহস্পতিবার দুপুরে ছাত্রলীগের আরেক উপপক্ষ ‘বিজয়’ নিজেদের মধ্যে দুই দফা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন।

ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের সংঘর্ষের ঘটনায় কোনো পক্ষই সমঝোতায় আসেনি। পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে এলেও দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছিল।

সিক্সটি নাইনের নেতা ও শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, তাঁদের একজনকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। এ নিয়ে উত্তেজনা শুরু হয়েছে।

সিএফসি পক্ষের সাবেক উপদপ্তর সম্পাদক রমজান হোসেন বলেন, তাঁদের দুই জুনিয়রকে মারধর করা হয়েছে।

পরে তাঁরা এটি প্রতিহত করেছেন।

মাশরুর অনিককে কুপিয়ে জখমের বিষয়ে জানতে চাইলে রমজান হোসেন বলেন, জুনিয়রকে মারতে গিয়ে হয়তো ওই নেতা ব্যথা পেয়েছেন। তাঁরা কাউকে মারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বর্তমানে কমিটি নেই। চাঁদাবাজির অভিযোগ, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সাংবাদিক মারধরের ঘটনার পর গত বছর ২৪ এপ্রিল এ কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে দুটি পক্ষ বিভক্ত। এর মধ্যে একটি পক্ষ শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী ও আরেকটি পক্ষ সাবেক সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন। এই দুটি পক্ষ আবার ১১টি উপপক্ষে বিভক্ত। এর মধ্যে বিজয় ও সিএফসি মহিবুল হাসানের আর বাকি ৯টি উপলক্ষ আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দেয়।